৪০ দিনেও খোঁজ মেলেনি আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিকের

পদ্মা নদীতে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিককে এক মাস দশ দিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গত ৫ জুন পদ্মায় ডুবে যাওয়া ট্রলারে ২৭ জন শ্রমিকের মধ্যে আলমডাঙ্গার ৬ জন শ্রমিক ছিলেন। ভাগ্যের জোরে তিনজন জীবিত ফিরলেও তাদের সাথে যাওয়া অপর তিনজন নিখোঁজ থাকেন। এক মাস দশ দিনেও তাদের কোন খোঁজ মেলেনি। তিন পরিবারে আজও চলছে শোকের মাতম।

নিখোঁজ হওয়া তিনজনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের নুরুল হকের ছেলে সাহাবুল, একই গ্রামের আইনাল হকের ছেলে শিলন, তারাচাঁদ মন্ডলের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক, আজিজুল হকের ছেলে একরামুল, লস্কর মন্ডলের ছেলে আমজাদ ও হানেফ মন্ডলের ছেলে মোমেন কাজের উদ্যেশে ফরিদপুর যান গত ৩১ মে। তারা ওইদিন খুব সকালে জেলা ফরিদপুরের বাইপাস সড়কের “আদম বাজারে” (কামলার বাজার) উপস্থিত হন। ফরিদপুর সদরের চর নাশিপুর গ্রামের মহাজন লালন ফকির ৬শ টাকা দিনমজুরীতে ওই ৬ জনকে কিনে নেন।

জানা গেছে, প্রতিদিন সকালে লালন ফকিরের ছেলে সাকিল মোট ২৭ জন কামলাকে নিয়ে মাওয়া ঘাট থেকে ট্রলারে করে নদীর ওপারের চরের জমিতে বাদাম তুলতে নিয়ে যেত। প্রতিদিনের মত ৫ জুন সকালেও তারা ট্রলারে নদী পার হচ্ছিলেন। কিন্ত শয়তানখালি ঘাট এলাকায় পৌছানোর আগেই ২৭ জন কামলা নিয়ে ট্রলারটি নদীতে ডুবে যায়। পাশ দিয়ে যাওয়া অপর একটি ট্রলার ঘটনাস্থলে পৌছলে ৬ জন কামলা তাতে উঠে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্ত এই মর্মান্তিক ট্রলারডুবিতে ২১ কামলার মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কর্মীরা।

সৌভাগ্যবসত আলমডাঙ্গার একরামুল, আমজাদ ও মোমেন প্রাণে বেঁচে বাড়ি ফিরে এলেও হতভাগ্য সাহাবুল, শিলন ও রাজ্জাক নদীর অথৈ জলে নিখোঁজ থাকেন। আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। কিন্ত তাদের পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন তারা মরেনি, বেঁচে আছেন।
নিখোঁজ সাহাবুলের স্ত্রী সখিনা বেগম জানান, পরিবারের একমাত্র উপার্জনাক্ষম ছিলেন তার স্বামী। স্বামীকে হারিয়ে দুইটি সন্তান নিয়ে তিনি মহাসগারে পড়েছেন। তিনি বলেন, মারা গেলে তো তার লাশ উদ্ধার হবে। আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে।

নিখোঁজ শিলনের পিতা আইনাল হক বলেন, আমার ছেলের ভাগ্যে কি ঘটেছে আল্লাহ একমাত্র জানে। আমরা ছেলের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

আলমডাঙ্গায় দুই ব্যবসায়ীকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে ও জামজামী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেছেন।

রবিবার (১২ জুলাই) আদালত পরিচালনা করা হয়। আদালতে খন্দকার বেকারী ও জামজামীর সাহা ওয়েল স্টোরকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। আদালত পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষনের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজার, মাছ বাজার, মুদিখানার দোকান ও হোটেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করে। পৌর শহরের নতুন বাস স্ট্যান্ডে অবস্থিত খন্দকার বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও মোড়কীকরনে বিধি অমান্য করায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া, জামজামী বাজারে ভেজাল তেল বিক্রি করায় সাহা ওয়েল স্টোরকে জরিমানা করা হয় ৮ হাজার টাকা।

[redacted]

[redacted]

ক্রান্তিকালেও থেমে নেই কোচিং বাণিজ্য

মহামারি আকার ধারণ করেছে করোনাভাইরাস। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন পার করছে দেশের মানুষ। বন্ধ রয়েছে সব ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা অনিশ্চিত। কিন্তু এই মহামারির মধ্যেও চুয়াডাঙ্গায় থেমে নেই কোচিং বাণিজ্য। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে খুব কৌশলে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছেন কয়েকজন শিক্ষক।

গেল ১৫ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞানে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পূর্বের বন্ধের ধারাবাহিকতায় আগামী ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ থাকবে। এ সময়ে নিজেদের এবং অন্যদের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করবেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীদের বাসস্থানে অবস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

কিন্তু সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কোচিং চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় বহাল তবিয়তে চলছে কোচিং বাণিজ্য। সম্প্রতি কয়েকজন অসাধু শিক্ষক কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আশ্বস্ত করে শিক্ষার্থীদের কোচিং এ উপস্থিত করাচ্ছেন বলেও জানাযাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশকিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, একাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোচিং চলায় বজায় থাকছে না সামাজিক দূরত্ব। যেখানে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কোচিং বন্ধের নির্দেশ দেয় সেখানে তারা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং চালায় কিভাবে?

এর আগেও কোচিং শিক্ষকদের কোচিং সেন্টার বন্ধের বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন সরকার কিন্তু তা না মেনে কোচিং সেন্টার

চালাচ্ছেন। অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানান তারা।

করোনার সংক্রমণের মধ্যেও কোচিং সেন্টার চালানো প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক জনাব নজরুল ইসলাম জানান, এই সংকটময় সময়ে কোচিং সেন্টার চালানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যারা কোচিং চালাচ্ছেন, সে যেই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। যদি কেউ দরিদ্র হয় তাহলে তাদের ত্রাণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কোচিং বন্ধ থাকবে।

একই অভিমত প্রকাশ করে, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কিভাবে তারা কোচিং চালাচ্ছে? চুরি করে কোন কিছু করাও অপরাধ। আর কোচিং তো অবৈধ। অবৈধ জিনিস কিভাবে টিকে থাকে তাও আবার করোনার মহামারির মধ্যে? অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

কোচিং সেন্টার চালানো বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি দেয়া হয়েছে কি-না, এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, কাউকে কোচিং চালানোর অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার পুলিশের নেই। কোচিং চালানোর জন্য কাউকে অনুমতিও দেয়া হয়নি। সম্প্রতি কোচিং চালানোর বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে তা আমরা আমলে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিব।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ট্যাংলরি চালকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গৃার শহরতলী দৌলতদিয়াড় ফায়ার সার্ভিসপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু আসাদ হোসেন (৫২) মৃত আবদার হোসেনের ছেলে। তিনি ছিলেন ট্যাংকলরির চালক।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান জানান, শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে আবু আসাদ হোসেন নিজ বাড়িতে নষ্ট একটি টেবিলফ্যান মেরামত করছিলেন। এ সময় তাঁতাল দিয়ে ফ্যান ঝালাই করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন তিনি। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় শিক্ষার্থী বান্ধব ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

করোনা মহামারিতে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াও। এই মহাঅচলাবস্থায়ও বসে নেই আলমডাঙ্গার ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব। বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডলের হাত ধরে তিনি পুরো স্কুলকে রঙিন সাজে সাজিয়ে তুলেছেন। শিশুদেরকে চোখ রাঙিয়ে পড়ানোর পরিবর্তে স্কুলকে একটি পার্কের আদলে সাজিয়ে করে তুলেছেন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, শহরতলীর এই স্কুলের বৃহৎ বাউন্ডারির প্রাচীরে তুলির আঁচড়ে থরে থরে লিখে রাখা হয়েছে শিশু মস্তিস্কের মননশীলতার উদ্দীপনার সব চিরন্তন বাণী। বিদ্যালয়ের খোলা মাঠের কোণঘেষে বসানো হয়েছে স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং (দোলনা)। যা শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় খেলনা সামগ্রী।

বিদ্যালয়ের আরেক কোণে স্থাপিত হয়েছে মায়ের ভাষা ‘বাংলা’র স্মৃতিস্মারক শহীদ মিনার। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়ের শরীরজুড়ে ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলার প্রকৃতির নানা চিত্রকর্ম। শ্রেনীকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর তুলিতে আঁকানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়ক নানা উপকর্ম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব বলেন, কয়েক মাস স্কুল বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াতে না পারার জন্য হাাহকারে আছি। আমরা এখন শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্ততি নিয়েছি। যাতে কোন শিক্ষার্থী ঝরে না যায়।

বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল বলেন, উপজেলার কোন স্কুলে শহীদ মিনার নেই। কোন স্কুলেই পার্কের আদলে কোন স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং নেই। আমরা শিক্ষার্থীদের সুন্দর পরিবেশে পড়ানোর পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশও রেখেছি। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর বাজারে স্থাপন হচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর চেষ্টার পরে চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন হতে যাচ্ছে।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে, ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির উদ্যোগে পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাজার কমিটির সভাপতি জনাব আমির হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদও থানার ওসি তদন্ত লুৎফর কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ১৪ নং চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব জিল্লুর রহমান, ইসলাম উদ্দিন চেয়ারম্যান, আব্দুস সালাম বিপ্লব চেয়ারম্যান, সৌরভ হোসেন চেয়ারম্যান, আসাদুজ্জামান কবির, আসাদুজ্জামান সুজন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির

সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রায় এক বিঘা জমির উপরে এই পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। ক্যাম্পের কার্যক্রম এই বছরের ভিতর শুরু করা হবে। ক্যাম্প স্থাপন হলে এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ভালাইপুর বাজারটি চুয়াডাঙ্গা জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা। এ বাজারে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের লোক সমবেত হয়। কেউবা জীবিকার তাগিদে, কেউ বা ব্যবসায়ীক কাজে।

এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার লেনদেন হয়। প্রায় ৫০০ টির ও বেশি দোকানে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে চারটে। স্কুল কলেজ রয়েছে। অথচ এই বাজারে নিরাপত্তা কোন ব্যবস্থা নেই। যার কারণে ব্যবসায়ীরা হতাশা ও আতঙ্কের ভিতরে থাকে। অবশেষে ব্যবসায়ীরা অসার মুখ দেখছে ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প হওয়ার খবরে।

ডাক্তার দম্পত্তি করোনা আক্রান্ত, আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিক লকডাউন

ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন স্বস্ত্রীক করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ায় তার মালিকানাধীন আলমডাঙ্গা শেফা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লকডাউন করা হয়েছে।
সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ ক্লিনিকটি লকডাউন করে দেয়। এতে প্রায় দশ দিন ধরে চলা আলোচনা- সমালোচনার অবসান হয়।
জানা গেছে, এর আগে থেকেই ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপনের স্ত্রী মরিয়ম নেছা করোনার উপসর্গ নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ শেফা ক্লিনিকের বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বারেবার ক্লিনিকটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা পরীক্ষার জন্য

নমুনা দিতে তাগিদ দেওয়া হলেও ডাক্তার তপন দিতে অপারগতা প্রকাশ করে আসছিলেন। পরে ওই ডাক্তার পরিবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। এতে ডাক্তার তপন স্বস্ত্রীক করোনা পজিটিভ আসে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ জানান, ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন ও তার স্ত্রীর করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।
তিনি জানান, আগে থেকেই ডাক্তার তপনের পরিবারকে নমুনা দিতে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত তিনি সহযোগীতা করেননি। পরে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে ডাক্তার দম্পত্তির করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। তারা তাদের মালিকানাধীন শেফা ক্লিনিকের ওপরে বসবাস করছিলেন। এ জন্য ক্লিনিকসহ বাড়িটি লকডাউন করা হয়েছে।
গিয়ে দেখা গেছে, রোগী-আত্মীয়স্বজনে সব সময় জমজমাট থাকা ক্লিনিকের ভেতরে ও বাহিরে সুনসান নিরবতা। করোনার খবর শুনে অবশিষ্ট রোগীরাও ক্লিনিক ছেড়ে পালিয়েছে।

বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার বড়দুধপাতিলায় বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ একই পরিবারে আহত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

রবিবার তিনি ওই পরিবারে গিয়ে তাদের এ সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় (১০ কেজি চাল, ৩০ টি ডিম, ১ লিটার তেল, ১ কেজি মসুরের ডাল, ১কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন)।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যেকোনো সামাজিক সমস্যা তাৎক্ষণিক উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের

দামুড়হুদায় যুবলীগের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামী যুবলীগের আয়োজনে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে গাছ রোপণ করার আহবান জানিয়েছেন।

‘মুজিবর্ষের আহবান, ৩টি করে গাছ লাগান’এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নেতাকর্মী আগামী ৩ মাস (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩টি (বনজ, ফলজ ও ভেষজ) বৃক্ষ রোপণ করবেন। সৃষ্টির বুকে প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার পেছনে বৃক্ষের রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বৃক্ষ মূলত পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে। বন্যা, খরা, ঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ওজনস্তর ক্ষয়, ভূমিক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে। এক কথায় প্রকৃতির অমূল্য ও প্রধান সম্পদ হচ্ছে বৃক্ষ।

পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে, উঁচু-নিচু পতিত জমি, রাস্তার পাশে, নদীর পাড়ে গাছ লাগানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়াদ্দার, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম ফকির, যুগ্ন আহবায়ক লিপন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা মালেক ভূঁইয়া , মহাসিন ,

জাহাঙ্গীর, বাঁধন, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা আনারুল ইসলাম আকাশ,বকুল, সাব্বির প্রমুখ।